গল্পপাঠ নির্বাচিত

আফ্রিকান গল্প সংকলন

সম্পাদনা
এলহাম হোসেন
রুমা মোদক

আফ্রিকান গল্প সংকলন
সম্পাদনা : এলহাম হোসেন
রুমা মোদক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Afrikan Galpa Sankalan edited by Elham Hossain & Ruma Modak Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Published: November 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 350 Taka RS: 350 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96928-4-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র

কয়েকটি কথা

www.galpopath.com—*গল্পপাঠ* কথাসাহিত্যের ওয়েবম্যাগাজিন। যারা গল্প লেখেন, গল্প পড়েন, গল্প নিয়ে ভাবেন, গল্প লিখতে চান—তাদের জন্য এই সাইট। বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় বসরাত বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের উদ্যোগে এই *গল্পপাঠ* ওয়েবম্যাগাজিনটি দ্বিমাসিকভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গল্পপাঠ এ পর্যন্ত সহস্রাধিক লেখকের গল্প, গল্প বিষয়ক গদ্য, সাক্ষাৎকার ও অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

গল্পপাঠ শুধু কথাসাহিত্যের ওয়েবম্যাগাজিন নয়, এটা কথাসাহিত্যের ফ্রি আর্কাইভ। এখান থেকেই পাঠক-লেখক, আপনারা বাংলাসাহিত্যের সেরা গল্পগুলো পড়তে পারবেন। পড়তে পারবেন সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী গল্পকারদের লেখা গল্প এবং বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত ও হাল আমলের গল্পের অনুবাদের আর্কাইভও হয়ে উঠেছে *গল্পপাঠ*। *গল্পপাঠ*-এর অনুবাদক টিম অনুবাদের কাজটি করে চলেছেন।

এটা সম্পূর্ণই অবাণিজ্যিক একটি উদ্যোগ। *গল্পপাঠ* টিম সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই ওয়েবম্যাগাজিনটি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তুলছে।

গল্পপাঠ ওয়েবম্যাগাজিনের অনুবাদক টিম আফ্রিকান গল্পের বিভিন্ন সংকলন, *দি ইয়র্কার*, *দি প্যারিস রিভিউ*, *দি আটলান্টা* পত্রিকা থেকে এই গল্পগুলো সংগ্রহ করে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

গল্পপাঠ টিম

সভাপতি : দীপেন ভট্টাচার্য।

টিম মেম্বারস : অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমদাদ রহমান, এলহাম হোসেন, কুলদা রায়, জয়া চৌধুরী, নাহার তৃণা, পুরুষোত্তম সিংহ, ফারজাহান রহমান শাওন, বিকাশ গণচৌধুরী, মোজাফফর হোসেন, মৌসুমী কাদের, রঞ্জনা ব্যানার্জী, রুখসানা কাজল, রুমা মোদক, রোখসানা চৌধুরী, লুতফুন নাহার লতা, সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত, স্মৃতি ভদ্র, স্বকৃত নোমান ও হামিরুদ্দিন মিদ্যা।

ভূমিকা

১.

গল্প তো শুধু ঘটনার বিবরণ নয়; এটি একটি বয়ান, একটি প্রপঞ্চ। এর শক্তি অপরিসীম। এটি সময়ের প্রত্নসম্পদ সযত্নে লালন করে; ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, বিশ্বাসব্যবস্থা ও মনস্তত্ত্বের সব উপকরণকে এর মজবুত আখ্যানে গেঁথে ফেলে। তাই কারও গল্প পড়া তো তাঁর প্রাগুক্ত উপষঙ্গগুলোর বৃত্তান্তই পড়া, সেগুলোকে জানা এবং বোঝা। আফ্রিকার ছোটগল্পের পঠন-পাঠন পাঠকের সামনে আফ্রিকাকে জানা-বোঝার দ্বার উন্মোচন করে। শত-সহস্রাব্দ প্রাচীন বহুবর্ণীল সংস্কৃতি, বিশ্বাসব্যবস্থা, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য এবং ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে আত্মপরিচয়ের ক্ষতবিক্ষত হওয়ার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আফ্রিকার ছোটগল্পের সীমিত পরিসরের আখ্যানে বহু ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হয়, প্রতিধ্বনিত হয়। আফ্রিকা কখনো যাতনায় গোঙায়; আবার কখনো ক্রোধে গর্জন করে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে পশ্চিমা বয়ানে আফ্রিকা যেভাবে বিকৃতির শিকার হয়েছে তাতে আফ্রিকা অনুরাগ নয়, বরং রাগ; প্রেম নয়, বরং ক্ষোভ প্রকাশের অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে এর সাহিত্যকে। আধুনিক আফ্রিকার সাহিত্যের প্রথম প্রজন্মের লেখকদের ছোটগল্পগুলো মূলত ক্ষোভ ও রাগের শোণিতে বলকায়। কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রজন্মের সাহিত্যিকগণ তাঁদের ছোটগল্পে শুধু রাগ বা ক্ষোভ নয়, অনুরাগের কথাও বলছেন; শুধু হতাশা নয়, আশার কথাও বলছেন। এই ভিন্নতার ভিত্তিভূমি তাঁদের স্বতন্ত্র সময়, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা। বিশ্বসাহিত্যের পাঠক হিসেবে তাঁদের অভিজ্ঞতায় আমাদেরও উত্তরাধিকার রয়েছে। আর অনেক দিক থেকে হোমো সেপিয়েন্সের উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা আমাদের অনেক কাছেরও। তাই তাকে জানা-বোঝার দায় তো আমাদের আছেই।

এই দায়বদ্ধতা থেকেই উৎসারিত বাংলা ভায়ায় অনূদিত আফ্রিকার ছোটগল্প সংকলন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই গ্রন্থের অনূদিত গল্পগুলোর নানা উপষঙ্গ নিয়ে কিছু কথা বলার পূর্বে সংগত কারণেই আফ্রিকার ছোটগল্পের পথপরিক্রমার ইতিবৃত্ত নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলা যুক্তিযুক্ত বলে সমীচিন মনে করি।

২.

বর্তমানে আফ্রিকার সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে উপন্যাস থাকলেও ছোটগল্প একেবারে নবীন নয়। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত পিটার আব্রামসের *Dark Testament*-এর মাধ্যমে আফ্রিকার ছোটগল্প পাঠক-সমালোচকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে এমনও মন্তব্য করেন, ছোটগল্প আফ্রিকার নিজস্ব সাহিত্যরূপ। এর জন্ম হয়েছে আফ্রিকার ওরেচার বা কথ্যসাহিত্যের মধ্য থেকে। যেহেতু এটি আফ্রিকার সাহিত্যের নিজস্ব একটি জানরা বা শাখা, তাই মৌলিকত্বের দিক থেকে এটি বেশ শক্তিশালী। পক্ষান্তরে, উপন্যাস ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় আমদানি করা জানরা। তাই এটি দুর্বল। এ কথা ধোপে টেকে কি না, তা আফ্রিকার সাহিত্য ও ইতিহাসের বোদ্ধা পাঠক মাত্রই বুঝবেন। আফ্রিকার লেখ্যসাহিত্যের যাত্রার সময়কাল থেকেই উপন্যাস বেশ শক্তিশালী একটি জায়গা দখল করে আছে। ছোটগল্পই বরং পিছিয়ে আছে। প্রথমদিকে আফ্রিকার অনেক লেখকই ছোটগল্প লিখলেও তাঁরা সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ছোটকাগজে ছাপাতেন। সংবাদপত্রে ছাপানোর কারণে সেগুলো বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রেক্ষিতের ওপর জোর দিত বেশি। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অপরিহার্যরূপেই ছোটগল্পগুলোর আখ্যান দখল করে। ফলে, ছোটগল্পের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অনেকাংশে বিঘ্নিত হয়। ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কাব্যময়তা, ব্যঞ্জনা ও রূপকালংকারিকতা। এই দিকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন ঝাঁঝালো প্রেক্ষিত এগুলোতে আঁচড় বসায়। আফ্রিকার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে। এই কারণে আফ্রিকার উপন্যাস বা এমনকি নাটকও যতটা বোদ্ধা পাঠক-সমালোচকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে ছোটগল্প ততটা পারেনি।

তবে আফ্রিকার প্রথম প্রজন্মের সাহিত্যে ছোটগল্পের অবস্থান খুব বেশি জোরালো না হলেও বর্তমানে এটি বেশ মজবুতভাবেই এর অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক আফ্রিকার সাহিত্যের প্রথম প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে চিনুয়া আচেবের নাম সর্বাগ্রে বিবেচ্য। তাঁর *Girls at War* বেশ প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ। বায়াফ্রার যুদ্ধ চলাকালে (১৯৬৭-১৯৭০) আচেবে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বায়াফ্রাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি কিছু ছোটগল্প রচনা করেন। *Civil Peace* (আমার অনুবাদে 'গৃহশান্তি') এ সময়ে রচিত ছোটগল্পগুলোর অন্যতম। দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার পরেও যখন নিজের জনগণের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, তখনই দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শক্তিধরেরা শক্তিহীনদের সম্পদ লুণ্ঠন করে। রক্ত ঝরায় নিজেদের জাতভাইদের। নিজেদের আখের গোটাতে ব্যস্ত ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্রে বসে থাকা নেতৃবৃন্দও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। করেও না। ঠিক তখনই 'থিংস ফল এপার্ট'

বা 'সবকিছু ভেঙেচুড়ে যায়' পরিস্থিতির তৈরি হয়। আচেবে এমনই পরিস্থিতির বয়ান হাজির করেছেন তাঁর *Civil Peace* ছোটগল্পে। এছাড়াও আচেবে তাঁর ছোটগল্পে পিতৃতান্ত্রিকতার আবহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মেয়েদের সংগ্রাম, স্থানীয়দের ওপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব সৃষ্ট টানাপোড়েন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার জটিল আবর্তে ঘেরা সাধারণ মানুষের অবস্থার চিত্র অংকন করেছেন। যদিও কেনীয় লেখক নগুগি ওয়া থিয়োং'ও উপন্যাসের জন্য প্রসিদ্ধ, ছোটগল্পে তাঁর মুনশিয়ানা ও দক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। *Minutes of Glory and Other Stories* তাঁর লেখকজীবনের নানা পর্যায়ে লেখা ছোটগল্পের সংকলন। এর গল্পগুলোতে কেনিয়ার মানুষের সাংস্কৃতিক সংকট ও স্বাধীনতাত্তোর কেনিয়ার অর্থনৈতিক বাস্তবতা, দুর্নীতি, অপশাসন ইত্যাদির চিত্র তাঁর গল্পের ক্যানভাস জুড়ে রয়েছে। যদিও কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচকের মতে, তাঁর ছোটগল্পগুলোর গঠনকাঠামোগত দুর্বলতা আছে, তবুও এগুলো নগুগির অন্তর্দৃষ্টি উদ্ধারে পাঠককে সাহায্য করে। এছাড়া নারী লেখকদের মধ্যে ঘানার আমা আটা আইডু, নাইজেরিয়ার ফ্লোরা নপা, দক্ষিণ আফ্রিকার বেসি হেড 'ঔপন্যাসিক' পরিচয়ের পাশাপাশি ছোটগল্পকার হিসেবে বেশ সমাদৃত। বর্তমান প্রজন্মের মহিলা লেখকদের মধ্যে নাইজেরিয়ার চিমামান্দা নগুজি আদিচি, সুদানের লেইলা আবু লেইলা, আবিদজানের মার্গারেট আবুয়েট, উগান্ডার মনিকা আরাক ডে, সেনেগালের এলেন আলমেদা বারবোসা, ঘানার নানা ইকুয়া ব্রু হ্যামন্ড, আইভরি কোস্টের এদুগি রেনে দ্র, দক্ষিণ আফ্রিকার সাফিনাজ হাসিম, কেনিয়ার ননিন্দা কিয়োকো, সোমালিয়ার নাদিফা মোহামেদ, জিম্বাবুয়ের নভুমা রোজা তসুমা প্রমুখ ছোটগল্পকার হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত।

প্রথম প্রজন্মের আফ্রিকী লেখকদের ছোটগল্পে ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে আফ্রিকা যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তার চিত্রায়ণ লেখকদের প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। যেহেতু ঐ প্রজন্মের লেখকরা ঔপনিবেশিকতা এবং নয়া-ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে স্থানীয়দের শিকড়ছিন্নতার প্রক্রিয়া শুরু হবার বা চলাকালেই লিখেছেন, তাই তাঁদের ছোটগল্পে বক্তব্য চরিত্রকে ছাপিয়ে গেছে। সেখানে নিপীড়ন, নির্যাতন, বর্ণবাদ, প্রতারণা ইত্যাদির প্রতি লেখকদের অবস্থান চরিত্রকে আশ্রয় করে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। এখানে চরিত্রের চাইতে বক্তব্যই প্রধান। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের লেখকদের ছোটগল্পগুলো চরিত্র-নির্মাণ ও বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে তুলনামূলকভাবে বেশি নান্দনিক হয়ে উঠেছে। তবে এতে যে বক্তব্যের ঝাঁঝ নেই, তা কিন্তু নয়। নারী ছোটগল্পকারদের গল্পে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীর নানান সমস্যার কথা উঠে এসেছে। জাদুবাস্তবতার আবহে লোকজ সংস্কৃতির উপস্থাপনাও এদের গল্পে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

৩.

সময়ের মাপকাঠিতে দেখলে গদ্যসাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই আফ্রিকার লেখ্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ জানরা বা সাহিত্যরূপ। পরবর্তীতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির সংকরায়নের ফলে ছোটগল্পের উদ্ভব হয় উপন্যাসের সাব-জানরা হিসেবে। বর্তমানে আফ্রিকার উপন্যাস এখানকার বাস্তবতার রসদে সমৃদ্ধ হয়েছে; বৈশ্বিক পরিস্থিতির নাড়ি টিপে দেখছে এবং বিশ্বসাহিত্যের কেন্দ্রে তার অবস্থান ইতোমধ্যেই পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। ছোটগল্পও আফ্রিকার রাজনৈতিক বাস্তবতা, বর্ণবৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদির প্রতি সাড়া দিয়ে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এ কথা সত্য, গত চার-পাঁচ দশকে আফ্রিকার সাহিত্যে ছোটগল্পের বিকাশ একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। কেউ বলেন, আফ্রিকী ছোটগল্প স্থানীয় লোককাহিনি বা গণমানুষের মধ্যকার প্রচলিত চিরায়ত গল্পেরই বর্ধিত রূপ মাত্র; এতে নতুন কিছু নেই। আবার কেউ বলেন, এটি পশ্চিমা ছোটগল্পের ধাঁচে গড়ে ওঠা একটি সাহিত্য রূপ বই আর কিছু নয়। আবার আফ্রিকার ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটে স্থানীয় জনপ্রিয় ছোটকাগজগুলোর মধ্য দিয়ে। যে কারণে এটি বোদ্ধা সমালোচকের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করতেও ব্যর্থ হয় এবং অনেকেই একে নিম্নমানের সাহিত্যকর্ম বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু জাঁ ডি. গ্রান্ড সাইনের মতে, আফ্রিকী ছোটগল্পকে লোককাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কারণ, লোককাহিনিতে চরিত্রের চেয়ে ঘটনার ওপর জোর দেয়া হয় বেশি। আর আখ্যানের গাঁথুনিও থাকে শিথিল। এর উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা দেয়া। পক্ষান্তরে, ছোটগল্পে কাহিনির চেয়ে চরিত্র বেশি গুরুত্ব পায়। আখ্যানের গাঁথুনিও হয় মজবুত। এতে নীতিশিক্ষার কোনো প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা দৃশ্যমান থাকে না। আফ্রিকার ছোটগল্প রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতা, নয়া-ঔপনিবেশিকতা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, শহর ও গ্রামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আফ্রিকার মনস্তত্ত্বের উদ্বেগ-অনিশ্চয়তার টানাপোড়েন ও নারী-পুরুষের আত্মপরিচয় অন্বেষণের সংগ্রামসহ নানা অভিঘাতের প্রতিফলনে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই বিষয়গুলোর প্রাঞ্জল উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় চিনুয়া আচেবে, সাইপ্রিয়ান একওয়েনসি, নগুগি ওয়া থিয়োং'ও, আয়ি কিউয়ি আরমাহ, বেন ওকরি, দাম্বুদজো মারেচেরা প্রমুখ লেখকদের লেখায়। এদের লেখায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার দ্বন্দ্বই বেশি ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

নাইজেরিয়ার ইগবো লেখক সাইপ্রিয়ান একওয়েনসি তাঁর 'দি আইভরি ড্যান্সার' গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য এর চর্চাকারী নেতাদের হাতে নিপীড়ণের যন্ত্রে পরিণত হয়। এই গল্পে এক তরুণ নটরাজ স্থানীয় গোত্রপতির বিরোধিতা করে এবং নানান হুমকি উপেক্ষা করে সে প্রগতির পক্ষে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আগেও বলেছি, চিনুয়া আচেবের *গার্লস অ্যাট ওয়ার অ্যান্ড আদার*

স্টোরিজ-এর ছোটগল্পগুলোতে নারী চরিত্রগুলোকে দেখানো হয়েছে প্রতিবাদের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে। পুরুষরা যেখানে থেমে যাচ্ছে বা ব্যর্থ হচ্ছে, নারীরা সেখান থেকে নতুন যাত্রা শুরু করছে। সেনেগালীয় লেখক স্যমবেন উসমানও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বে নারীকেই প্রধান যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। প্রথাগত নারীর খতনাপদ্ধতির বিরুদ্ধে নারীকেই প্রতিবাদী হতে দেখা যায় উসমানের গল্পে। সিয়েরা লিয়নের আবিওসেহ নিকোল এবং পূর্ব আফ্রিকার বারবারা কিমেনিয়েও তাঁদের ছোটগল্পে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যকার দ্বন্দ্বে মানুষের মনস্তত্ত্বে প্রতিনিয়ত যে ট্রমা তৈরি হচ্ছে, তার চিত্র অংকন করেছেন। তবে একটি বিষয় আফ্রিকার ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় উপষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তা হলো—এই গল্পগুলোর প্রধান চরিত্রগুলোকে আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক দোদুল্যমানতার মধ্যে নিপতিত হতে দেখি, তার কোনো সন্তোষজনক সমাধান কোনো লেখকই নির্দেশ করেননি। দেখানো হয়তো সম্ভবও নয়। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার কসরত স্থানীয় ভুক্তভোগীদেরই করতে হবে। লেখকরা তো সমাজের নাড়ি টিপে দেখে রোগ নির্দেশ করেন মাত্র। তারা তো মসীহা নন। তবে এই রোগ থেকে মুক্তির সংগ্রামের মিছিলে যখন সচেতন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হবে, তখন অবশ্যই সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বদলাবে। এটিই সমাজসচেতন লেখকদের আকাঙ্ক্ষার গন্তব্যস্থল। দক্ষিণ আফ্রিকার বেসি হেড, গসিনা মফোলপ, অ্যালেক্স লা গুমা, জুকিসওয়া ওয়ানার, মোজাম্বিকের মিয়া কুটো, সোমালিয়ার সাইদা হ্যাগি-দিরি হেরজি, নামিবিয়ার মিলি জাফতা, কেনিয়ার ওয়ানজিকু ওয়া নগুগি প্রমুখ তাঁদের ছোটগল্পে এমন আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটান।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, মাটির সঙ্গে মানুষের ও গ্রামের সঙ্গে শহরের দ্বন্দ্বের পরিপূরক হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমা আটা আইডু, নগুগি, বেন ওকরি, বুচি এমেশেতা প্রমুখ লেখকদের লেখায় এই চিত্রটিই ফুটে উঠেছে। গ্রামকে কুমিরের পিঠের মতো অনুর্বর ভূমি হিসেবে দেখানো হয়েছে। মানুষগুলো গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে জীবন-জীবিকার খোঁজে। শহরের অবহেলিত প্রান্তে অবস্থিত বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করছে এই মানুষগুলো। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা গ্রামকে পেছনে ফেলে কেন অনিশ্চিত সমস্যাসংকুল শহরের দিকে ছুটে চলা? এই প্রশ্নের উত্তর স্বাধীনতাত্তোর আফ্রিকার দেশগুলোর সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালাসমূহের বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে। স্বাধীনতাত্তোর আফ্রিকার প্রায় সবগুলো দেশের সরকারই গ্রামকে অবহেলা করতে শুরু করে। সেখানে কৃষিতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দেয়া হয় না। সেখানকার প্রতি পাঁচজন শিশুর চারজনই মারা যায় অপুষ্টি ও বিনা চিকিৎসায়। কৃষি খামারগুলো বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ হয়ে পড়ে কর্মহীন। মানুষ বাধ্য হয় গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাদের অবস্থা দাঁড়ায় কড়াইয়ের ফুটন্ত তেল থেকে বাঁচতে ঝাঁপ দিয়ে চুলোর

গনগনে আগুনে পড়ার মতো। এরা বেকারত্বের বিভীষিকায় নানান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ঘনিভূত হয়। উপনিবেশোত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর এই সংকটের ঝাঁঝ বর্তমান সময়ের ছোটগল্পে পাওয়া যায়। আবার দাসপ্রথার শিকার হয়ে বা স্বাধীনতার পরেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ নানান সংকটে যে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় আফ্রিকী ইউরোপ ও আমেরিকার নানান দেশে ডায়াসপোরায় পরিণত হন, তাদের অন্যান্য লেখার মতো ছোটগল্পেও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন, শিকড়ছিন্নতার বেদনা ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর সংগ্রামের বয়ানও তৈরি হয়েছে।

আসলে স্বাধীনতাত্তোর আফ্রিকার দেশগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার চাক্ষুস দর্শক হিসেবে ছোটগল্প লেখকগণ আবির্ভূত হয়েছেন। গল্পগুলো প্রান্তিক মানুষের সত্যভাষী বয়ান হয়ে উঠেছে। এগুলো সময়ের নাড়ি টিপে দেখে এবং আফ্রিকার নানান দুর্বিসহ পরিস্থিতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। আফ্রিকার ছোটগল্প সেখানকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে শুরু করে আধুনিক বিশ্বের প্রতি স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত উপস্থাপন করে চলেছে; আফ্রিকার সাহিত্যকে নতুন মাত্রায় সমৃদ্ধ করেছে। বিষয়বৈচিত্র্যে আফ্রিকার ছোটগল্প আফ্রিকার সামগ্রিক সাহিত্যের মতোই বিশাল। আর তাই একে সংজ্ঞায়িত করার জন্য আচেবের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। তাঁর মতে, "You cannot cram African literature in a small, neat definition. I do not see African literature as one unit but as associated units- in fact, the sum total of all thje national and ethnic literatures of Africa."

৪.

আমাদের এ অংশে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে আফ্রিকার সাহিত্য মূলত অনুবাদের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করেছে। আসলে অনুবাদ ব্যাপারটা কী—সে ব্যাপারে দু-একটা কথা আলোচনা করা যাক। অনুবাদ নিজেই একটি ভাষা। এই ভাষা দ্বিরালাপ তৈরি করে দুটি ভিন্ন চিন্তাকাঠামো, রুচি, মননব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এক ভাষার বয়ানকে যখন অন্য আর একটি ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন এই দুয়ের সেতুবন্ধনের মাঝে যেমন অনেক মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং জানাশুনা হয়, ঠিক তেমনি আবার অনেক কিছু অজানাও রয়ে যায়। নদীর দুকূলের মাখখানে সেতু নির্মাণ হলে দুপারের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়; সবাই কাছাকাছি আসে বটে কিন্তু নদীর গতিপথ বদলে যাবার আশঙ্কাও তো থাকে। স্বাভাবিক স্রোত বাধাগ্রস্ত হয়ে তা স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। ঠিক একইভাবে অনুবাদ দুটি ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী, নন্দন ও মননের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে বটে কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য,

অভিজ্ঞতা ও মনোভঙ্গির তারতম্যের জায়গায় অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এখানেই একজন অনুবাদককে তাঁর মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে হয়। এ কাজ কঠিন, তবে অসাধ্য নয়। কঠিন এজন্য যে, অনুবাদকের অদক্ষতার কারণে সোর্স টেক্সট বা উৎস টেক্সটয়ের স্বর পালটে যেতে পারে। আর ভাষা তো মানুষের কনশাসেরই প্রকাশ এবং মানুষের কনশাসের সঙ্গে ভাষার জন্ম হয়েছে। আবার ভাষা শুধু ভাবের বাহন নয়। এটি একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা। এর কাজ শুধু যোগাযোগ স্থাপন করা নয়। মনুষের ব্যক্তিত্ব, মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো, একটি জাতির নন্দন, বিপ্লব, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রধানতম নির্ধারণী উপষঙ্গ হলো ভাষা। এই ভাষার মধ্যে অনেক মোড় আছে, মোড়চ আছে, ভাঁজ আছে। অনুবাদক অনুবাদের সময় এই ভাঁজগুলো এক এক করে খোলেন। বের করে আনেন নানান ব্যঞ্জনা ও স্বরের প্রত্নসম্পদ। এ কাজের ব্যর্থতা অনুবাদের প্রতি পাঠকের সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে। ইতালীয় ভাষায় একটি জনপ্রিয় কথা প্রচলিত আছে : 'অনুবাদকরা বিশ্বাসঘাতক' অর্থাৎ 'Traduttori traditori'। এই শক্ত অভিযোগের পেছনে অবশ্য কারণও রয়েছে। অনুবাদকের রাজনীতি করার দুরভিসন্ধি থাকলে তাঁর নিজ স্বর উৎস টেক্সটের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন সন্তর্পণে। উৎস টেক্সটে উপস্থাপিত বয়ান ও প্রপঞ্চকে অনুবাদক, তাঁর দক্ষতায় হোক বা অদক্ষতার কারণেই হোক, ডমেস্টিসাইজ বা নিজস্বায়ন করে ফেলতে পারেন। এতে উৎস টেক্সট রক্ত-মাংস হারিয়ে শুধুই একটি শ্রীহীন কঙ্কালে পরিণত হয়ে পড়তে পারে। এছাড়া একটি টেক্সটের মধ্যে যে সিমেন্টিক তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে, একজন দক্ষ অনুবাদক তারও প্রতিফলন ঘটান তাঁর অনুবাদে।

যাই হোক, অনুবাদের ঝুঁকি তো আছেই। এর ঝুঁকি আছে মূল থেকে সরে যাবার, স্বর থেকে সরে যাবার। কিন্তু অনুবাদের অপরিহার্যতাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনুবাদকে আনুষ্ঠানিক পাঠের ও চর্চার বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন তো ট্রান্সলেশন স্টাডিজ নামে বিভাগও খুলেছে। অনুবাদ-কর্মটিকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য এখন তত্ত্বের আগমন ঘটানো হয়েছে। তবে ভালো অনুবাদক এ কথা জানেন যে, তত্ত্বের কাজ ডিকটেট বা খবরদারি করা নয়, প্রভাবিত করা। তত্ত্ব অনুবাদকের এপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করবে বটে কিন্তু অনুবাদকের সঙ্গে হাতে হাত ধরে চলবে না। যদি চলে তাহলে তো অনুবাদ তার রস ও রূপ, দুটিই হারাবে। ভালো অনুবাদক সোর্স টেক্সট বা মূল গ্রন্থের রস ও সুবাস ধরে রাখতে যত্নশীল ও সজাগ থাকেন। এ কাজে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমী এবং ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে সন্ধি করেন না। উৎস গ্রন্থের প্রতি তার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে তাঁর কাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সহায়তা করে।

৫.

আফ্রিকার ছোটগল্প সংকলনে যাঁদের অনূদিত গল্প ছাপা হয়েছে তাঁরা সবাই সুপরিচিত অনুবাদক। এঁদের মধ্যে বেশ কজন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিকও। দীপেন ভট্টাচার্য একজন নামকরা কথাসাহিত্যিক। তাঁর মূলানুগ অনুবাদের ঝরঝরে ভাষা তাঁর অনূদিত গল্পের মূল সুর ও স্বর পাঠকের সামনে অবিকলভাবে উপস্থাপন করে। তাঁর গল্প চয়নও চমৎকার। বেন ওকরি উত্তর-ঔপনিবেশিক নাইজেরিয়ার অগ্রগণ্য লেখক। তিনি তাঁর *দ্য ফেমিশড রোড* উপন্যাসের জন্য লাভ করেছেন বুকার পুরস্কার ১৯৯১ সালে। তাঁর উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও তিনি জাদুবাস্তবতা কৌশল ব্যবহার করে পাঠকদের নিয়ে যান সেই বিন্দুতে যেখানে বাস্তব আর অবাস্তব একটি রেখায় এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশের নাগরিকের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। স্থানীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতায় স্বাধীনতা সবার হয়ে ওঠে না। কারও কারও হয়। কৃষিতে প্রণোদনা না পেয়ে কৃষক জমি ছেড়ে স্বপ্নকে তাড়া করতে করতে শহরে এসে হাজির হয়। কিন্তু এই শহর তার কাছে চেনা ঠেকে না। এটি হতাশা, দারিদ্র্য, উদ্বিগ্নতা ও বিষাদের চাদরে ঢাকা রহস্যময় একটি ভাগাড়। সে খেই হারিয়ে ঘোরে আর ঘোরে। স্বপ্ন আর বাস্তবের ঠিক মাঝখানে পড়ে খাবি খায়। দীপেন ভট্টাচার্য অত্যন্ত মচমচে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বেন ওকরির এমনই এক বয়ানে সমৃদ্ধ ছোটগল্প 'বার্তা'। এই বার্তা যে কী, তা স্বপ্নচারী যুবকের কখনোই জানা হয় না। দীপেনের অনুবাদে,

> এক বিরাট শহরে এক যুবক সবে এসেছে, হৃদয়ে আশা নিয়ে, তার ভাগ্য গড়তে, তার সবচেয়ে সুখের ও নির্দোষ দিনগুলোতে তাঁর খাঁটি প্রেমকে আবিষ্কার করতে। সেই যুবকের মতো তুমি সেই রহস্যময় রাজ্যের রাস্তায় হালকা পদক্ষেপে ঘুরছ। পাস্তেল আকাশকে তখন নীল রং ছুঁয়েছে, এসেছে ভোরের সূর্যালোক।

এ সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত বেন ওকরির আর একটি ছোটগল্প 'গাছি লোকটি যা দেখেছিল'। বাংলায় ভাষান্তর করেছেন কুলদা রায়। বাংলাসাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন পাঠক কুলদার নাম শোনেননি, তা কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন। কুলদা বাংলাসাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত পাঠকপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর অনুবাদে পাঠক বেন ওকরির গল্পটির মেজাজ ও মজ্জা—দুটিরই শতভাগ সন্ধান পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। কুলদার গল্প নির্বাচনেও মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ এই গল্পের আখ্যানভাগের মধ্য দিয়ে পাঠক আফ্রিকার শিকড়ে পৌঁছার একটি পথনির্দেশনা পায়। আফ্রিকার সাহিত্যের অস্থিমজ্জায় নিহিত আছে এর লোককাহিনির নির্যাস, মিথ, বিশ্বাসব্যবস্থা, প্রবাদ-প্রবচন ও স্বতন্ত্র জ্ঞানকাঠামো। আবার এসবের উপস্থাপনায় ওকরির জাদুবাস্তবতা কৌশলের ব্যবহার যা আফ্রিকার স্থানীয় গল্পকথনরীতির সহজাত বৈশিষ্ট্য, তা এই গল্পকে আফ্রিকার সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী গল্পের মর্যাদা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিককালে নগরায়ন, শিল্পায়নের নামে আফ্রিকার বনজ ও

প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন যে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা, তাও চমৎকারভাবে এই গল্পের বয়ানে হাজির হয়েছে লোকজ উপকরণের পাশাপাশি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটি দ্বিরালাপের জায়গা আছে। এ জায়গায় পৌঁছতে পারলে মানুষ সাদা চোখে সব সত্য উপলব্ধি করতে পারে। শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে বন ধ্বংস করা, জল দূষিত করে নদীকে হত্যা করা; আবার আধুনিকতার দোহাই দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধন—ইত্যাদি বৈপরীত্যে ভরা নানান বিষয় এই দ্বিরালাপের জায়গায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনই এক অভিনব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি আখ্যানের গল্প হলো 'গাছি লোকটি যা দেখিছিল'। কুলদা একজন জাতশিল্পী বলেই আরেকজন জাতশিল্পীর অসাধারণ শক্তিশালী একটি ছোটগল্প চয়ন করে তার বাংলায় ভাষান্তর করেছেন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

রঞ্জনা ব্যানার্জী অনূদিত গল্প 'হলুদ-গাঁদা' আফ্রো-আমেরিকানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি প্রতিনিধিত্বকারী গল্প। মূল গল্পের রচয়িতা আফ্রো-আমেরিকান লেখিকা ইউজেনিয়া ডব্লিউ কলিয়ার। তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় ছোটগল্প 'Marigolds'-এর অনুবাদ করেছেন রঞ্জনা ব্যানার্জী 'হলুদ গাঁদা' শিরোনামে। গল্পের কল্পচিত্রগুলো যথার্থ শক্তি ও মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে রঞ্জনা ব্যানার্জীর অনুবাদে। গল্পটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় যখন অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়, তখনকার দুর্বিষহ পরিস্থিতির চিত্র হাজির করেছে। এক নিগ্রো কিশোরীর জবানীতে পাঠক শোনেন,

> সমগ্র জাতিকে টলিয়ে দেয়া ভয়ংকর সেই অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের কাছে নতুন কোনো ঘটনা ছিল না। কেননা মেরিল্যান্ডের সেই প্রান্তিক জনপদের কালো শ্রমিকেরা এমন মন্দার সঙ্গে আজীবন বসবাস করে আসছিল।

বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার নির্মম কষাঘাতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত আফ্রো-আমেরিকানরা তাদের নিজেদের জবানীতে নিজেদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন।

অনুবাদকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদে গল্পকথকের হৃদয়ের গভীরের চাপা যাতনা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের অবর্ণনীয় অনটন ও বৈষম্যের নির্মম কষাঘাতের চিত্র সব শক্তি নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। তবে এই রোগ, শোক, দারিদ্র্য, কর্মহীনতা ও বঞ্চনার ঊষর পড়ো জমিতে হলুদ গাঁদার বাগান করার আকাঙ্ক্ষা হাতছানি দিয়ে ডাকে এখানকার কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত মানুষদের। এরা একবার স্বপ্ন দেখে, প্রতারিত হয়, আবারও স্বপ্ন দেখে। পথ চলে, গন্তব্য খুঁজে না পেলেও। আসলে অনুবাদকের ঝরঝরে বাংলায় মূল গল্পটির সুর ও স্বরের কোনো বিকৃতি ঘটেনি বরং এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে সমান মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার শিক্ষিত প্রজন্ম সংস্কার ও কুসংস্কারের মাঝখানে পড়ে কী ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মধ্য দিয়ে যায়, তারই চমৎকার বয়ান হাজির

করেছে নগুগি ওয়া থিয়োং'ওর গল্প 'কালো পাখি'। কোনো জনগোষ্ঠী যখন বাহির থেকে উড়ে আসা সংস্কৃতি, বিশ্বাসব্যবস্থা ও ভাষাকে গ্রহণ করতে গিয়ে নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়, তখন তার মনস্তত্ত্বে যে শূন্যতা ও শিকড়হীনতাবোধ কাজ করে, সেটিই তার কাছে অভিশাপ মনে হয়। প্রাচীন মিথ বা উপাখ্যানে যেমন দেবতা বা কোনো মহামানবের 'শাপ' কোনো ব্যক্তির সাফল্যের ও সুখের পথ আগলে রাখে, তেমনি শিকড়হীনতা ও নিজস্বতা হারানোর ফলে সৃষ্ট শূন্যতাও যেকোনো জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির পথে প্রধানতম প্রতিবন্ধক। এমনই প্রপঞ্চ হাজির করেছেন নগুগি তাঁর 'কালো পাখি' গল্পের বয়ানে।

আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যিক জন ও কিলেনসের 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমেরিকা' একটি পাঠকপ্রিয় ছোটগল্প। একদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরহের যাতনা, অন্যদিকে দেশপ্রেম ও দায়িত্ব-কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক জো'র মনস্তাত্ত্বিক সংকট গল্পের আখ্যানকে বেশ হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। ক্লিয়ো চায়, তার স্বামী জো কোরিয়ান যুদ্ধে না যাক। জো মনে করে, এটি তার দেশপ্রেম প্রকাশ করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান সৈনিকরা তাকে কখনোই আপন করে নেয় না। সুযোগ পেলে উত্যক্ত করে। জো আমেরিকাকে ধারণ করতে চাইলেও আমেরিকা কিন্তু তাকে ধারণ করছে না। বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িতকার শিকার আফ্রো-আমেরিকানদের এমনই মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিশ্বস্ত চিত্র বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে বিপ্লব বিশ্বাসের অনুবাদে। আবার আফ্রো-আমেরিকান ছোটগল্পকার জেনিফার জর্ডানের গল্প 'The wife'-এর বাংলা ভাষান্তর করেছেন কলকাতার গল্পকার, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক তৃপ্তি সান্ত্রা। তিনি গল্পটির শিরোনাম বেশ চমৎকারভাবে নির্ধারণ করেছেন। 'ঘরণী' শব্দটির মধ্যে যতটা না আমেরিকা বা ইউরোপের স্বাদ-গন্ধ আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে আমাদের এই অংশের মানুষের আবেগ-অনুভূতির স্পর্শ। অনুবাদের এই কৌশলকেই ডোমেস্টিসাইজেশন বা 'আপনিকরণ' প্রক্রিয়া বলা হয়। এর বিপরীত কৌশল হলো ফরেনাইজেশন বা 'অপরিকরণ'। আপনিকরণ কৌশল ব্যবহার করে অনুবাদক তাঁর টার্গেট পাঠককে অনুবাদের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেন। এটি ভালো অনুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এ কাজ করার সময় তিনি সজাগ থাকেন, যেন মূল থেকে খুব বেশি সরে যান। গল্পের বিষয়বস্তু বিবেচনায় এই শিরোনামটি অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রধানতম ভিত্তি হলো পারস্পরিক বিশ্বাস। এটি নড়েচড়ে গেলে সম্পর্ক আর থাকে না। এমনই বিশ্বাসের সংকট চলছে জোনাথান ও মার্তার মধ্যে। এদের সাতাশ বছরের দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরেছে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কারণে। তৃপ্তি সান্ত্রার অনবদ্য অনুবাদ এই ছোটগল্পটিকে পাঠকের কাছে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলবে বলেই মনে হয়।

মিসরীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক নাগিব মাহফুজের ছোটগল্পের বাংলা ভাষান্তর করেছেন শামীম মনোয়ার। গল্পটির শিরোনাম 'না'। পুরুষতান্ত্রিক

সমাজে একজন নারীর পক্ষে 'না' বলতে পারা অত সহজ নয়। গল্পটি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের প্রতি সাধারণের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যেমন ডিকনস্ট্রাক্ট বা বিনির্মাণ করেছে, তেমনি একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কিশোরী পূর্ণাঙ্গরূপে নারী হয়ে ওঠার পূর্বেই তার চাইতে পচিশ বছরের বেশি বয়সী গৃহশিক্ষকের দ্বারা সম্ভ্রমহানির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মনোভাব পোষণ করে, তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হেজেমনির বিরুদ্ধে রীতিমতো একটি সাহসী অবস্থান বটে। শত সহস্র চাপ, প্রলোভন ও প্রস্তাবের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে একজন নারীর উচ্চারণ—'জীবন সুখের চেয়ে শান্তভাবে, শান্তিতে কেটে যাওয়া ভালো'—সত্যিই নাগিব মাহফুজের সমাজদর্শনকে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। শামীম মনোয়ারের সাবলীল অনুবাদ গল্পটির শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে থাকা শক্তির বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিকিরণ ঘটিয়েছে।

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের লেখক অ্যালেন মাবানকোর ছোটগল্প 'শ্যে জ্যানেট'। এটি অনুবাদ করেছেন গল্পকার অনুবাদক ফজল হাসান। ফজল হাসানের গল্পচয়ন বেশ সময়সংবেদী। উত্তর-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার অন্যতম প্রধান সমস্যা উঠে এসেছে এই গল্পের আখ্যানে। আফ্রিকা প্রাকৃতিক সম্পদে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ মহাদেশ। কিন্তু বাস্তবে এখানে অপুষ্টি, অশিক্ষা, ক্ষুধা, সামাজিক অপরাধ বাসা বেঁধেছে। এর কারণ স্থানীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও দেশপ্রেমহীনতা। আফ্রিকার দেশগুলো অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার পর কমিশনখেকো দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে এই দেশগুলো। এরা দেশপ্রেম বিসর্জন দিয়ে কমিশনের বিনিময়ে নিজেদের তেলের খনি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস লিজ দেয় ইউরোপ-আমেরিকার কোম্পানিগুলোকে। এই কমিশনের টাকায় এরা লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্কে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করে; বিদেশের ব্যাংকে কোটি কোটি ডলার জমায়। দেশের বঞ্চিত, বুভুক্ষ মানুষ যখন এর প্রতিবাদ করে; নিজেদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়, তখন শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধে বরং সাধারণ জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা ঘরছাড়া হয়। বাস্তুভিটা হারিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু সেখানেও হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগানের গুলি ছুড়ে পাখির মতো হত্যা করা হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষকেই। এরা আর থাকে কোথায়? নিজেদের লোকেরা যখন বাইরের শত্রুর সঙ্গে আঁতাত করে তাদের ঘরে টেনে আনে তখন আর ঘর নিরাপদ থাকে না। এমনকি জঙ্গলও নয়। এমনই উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতার বয়ান অ্যালেন মাবাংকো হাজির করেছেন তার ছোটগল্প 'শ্যে জ্যানেট'-এর আখ্যানে। ফজল হাসানের অনুবাদে পাঠক মূল গল্পের স্বাদ পাবেন। ভালোভাবেই।

মনোজিৎ কুমার দাস অনূদিত 'লিগ্যাল এলিয়েন' মাতৃভাষাবঞ্চিত একজন কিশোরীর গল্প। অস্ট্রেলিয়ায় মাস্টার্স করতে যেতে চায় উগান্ডার মেয়ে। লেখিকা

রুতানগাই ক্রিস্টাল বুতুনগি তাঁর গল্পের মূল চরিত্রের নাম উল্লেখ করেননি। এই চরিত্র স্বাধীনতাত্তোর উগান্ডার ভাষা, সংস্কৃতি ও নিজস্বতা-বিচ্ছিন্ন সবার প্রতিনিধি। সে গেছে ডাক্তারের কাছে সার্টিফিকেট নিতে। অস্ট্রেলিয়ায় মাস্টার্স করতে যাবে সে। তাই ভিসার জন্য আবেদন করতে গেলে এটি তার দরকার। ডাক্তারও দুর্নীতিগ্রস্ত। গল্পের আখ্যানে বোঝা যায়, ডাক্তার থেকে শুরু করে তাঁর রিসিপশনিস্ট পর্যন্ত সবাই স্বজনপ্রীতিসহ নানান অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত। মেয়েটি রিসিপশনিস্টের ভাষা বুঝতে পারে না। রিসিপশনিস্ট মেয়েটিকে নিজ গোত্রের ভেবে তার সঙ্গে তার মাতৃভাষায় ভাব বিনিময় শুরু করে। মেয়েটি ইংরেজি বোঝে কিন্তু তার নিজের গোত্রের মানুষের ভাষা বা মাতৃভাষা বোঝে না। আফ্রিকা প্রায় দুই হাজার ভাষার বিশাল বৈচিত্র্যময় একটি মহাদেশ। অথচ ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে ও স্বাধীনতাপরবর্তী সরকারগুলোর অসহযোগিতায় আফ্রিকা নিজ ভাষা ছেড়ে ঔপনিবেশিকদের ভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু এ কথা তো সত্য যে, ভাষা শুধু ভাবের বাহন নয়। এটি একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা একটি জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করতে পারে। এটি হারিয়ে গেলে তো নিজেদের পরিচয়ের স্মারক যেমন—নন্দন, স্বতন্ত্র চিন্তাকাঠামো এবং জ্ঞানকাণ্ডও হারিয়ে যায়। 'আত্ম' পরিণত হয় তখন 'অপর'-এ। এমনই এক সংকটের ইতিহাস-সচেতন বয়ান উপস্থাপিত হয়েছে এই গল্পে।

আধুনিক আফ্রিকার সাহিত্যের প্রথমদিকের গল্পকারদের অন্যতম অ্যামোস তুতুওলা। তাঁর ছোটগল্প 'লেডি গোবরেপোকার বায়োডাটা' এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বেশ প্রাসঙ্গিক কারণেই। এতে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক আফ্রিকার গল্পকারদের রচনাশৈলী, গল্পের বিষয়বস্তু ও সমাজবাস্তবতার প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা জানতে ও বুঝতে পাঠকের বেশ সুবিধে হয়। এই গল্পটির বঙ্গানুবাদ করেছেন মোয়াজ্জেম আজিম। তিনি অ্যামোস তুতুওলার ইংরেজির মেজাজ বুঝে চমৎকার ভাষান্তর করেছেন। আফ্রিকার যেসব সাহিত্যিক আধুনিক আফ্রিকার সাহিত্যের যাত্রা শুরুর প্রথমদিকে 'পিজিন ইংরেজি'তে বা আফ্রিকানাইজড ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের অন্যতম অ্যামোস তুতুওলা। তুতুওলার ইংরেজি রচনা পড়ে ইংরেজ কবি ডিলান টমাস একে 'ইয়াং ইংলিশ' বলে আখ্যায়িত করেন। গল্পকার তুতুওলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আফ্রিকার লোকজ উপকরণ, মিথ, উপকথা ইত্যাদিকে চমৎকারভাবে গল্পের ভঙ্গিতে তাঁর লেখায় উপস্থাপন করেন। তিনি পাঠককে আফ্রিকার শিকড়ে নিয়ে যান এবং এর ঐতিহ্য ও ইতিহাসের নানান উপকরণের সঙ্গে গল্পের ভঙ্গিতে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। তিনি গ্রিয়টদের মতো গল্প শোনান। গল্পের মধ্যদিয়ে পাঠককে শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রন্থটিতে সংকলিত গল্পগুলোর রচনাকাল বিচেনায় এর ব্যাপ্তি বিশাল। ঔপনিবেশিককালের সাহিত্যিকদের পাশাপাশি উত্তর-ঔপনিবেশিক কালের